দৈনিক সংবাদ

140

তারিখ 13 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

## চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

**শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে**

আমি একজন এইচ, এস, সি এবং সি-ইন-এড পাস বেকার মহিলা। ১৯৮৩ সালে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে চাকুরীর প্রতিক্ষায় দিন কাটাইতেছি। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেখিয়া অত্যন্ত আশাবাদী হইয়া আমি আমার পার্শ্ববর্তী উপজেলা পটিয়াতে একখানা চাকুরীর দরখাস্ত পেশ করি। কিন্তু দুঃখের সহিত কয়েকদিন পর জানিতে পারিলাম যে, আমার নামে কোন ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু হয় নাই। শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারের বরাত দিয়া আমাকে জানান যে, ১৯৮১-৮২ এবং ৮২-৮৩ ইং শিক্ষা বর্ষে যাহারা সি-ইন-এড পাস করিয়াছেন, তাহাদের আবেদন করিবার যোগ্যতা নেই। অথচ ১৯৮১ সালের আগে এবং '৮৩ সালের পরে যাহারা সি-ইন-এড পাস করিয়াছেন এমনকি যাহারা '৮৬ সালে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিয়াছেন অথচ ফল বাহির হয় নাই তাহারাও যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হইয়াছেন। ইহার কারণস্বরূপ শিক্ষা কর্মকর্তা সাহেব আমাকে জানান যে, উক্ত দুই শিক্ষা বর্ষে এস, এস, সি এবং এইচ, এস, সি ৩য় বিভাগে পাস করা প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। তাই তাহারা সি-ইন-এড পাশ করিলেও মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার যোগ্যতা অর্জন করেন নাই। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ বিহীন এস,এস,সি ২য় বিভাগে পাস করা প্রার্থিগণও শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন।

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা এবং বেকার মহিলাদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বর্তমান সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন এমনকি সম্প্রতি একটি মহিলা মন্ত্রণালয় খোলার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন, তাই সেই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ সহানভূতির সহিত বিবেচনা করার জন্য আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করিতেছি।

১। যেহেতু অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে ইন্টারভিউ নেওয়ার পর সি ইন-এড কোর্সে ভর্তি করা হয়, সেহেতু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদেরকে পুনরায় ইন্টারভিউ না নিয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সরাসরি শূন্য পদে নিয়োগ করা।

২। দেশের শিক্ষিত বেকারের কথা চিন্তা করে প্রশিক্ষণ বিহীন এস, এস, সি/এইচ, এস, সি, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পাশ প্রার্থীদেরকে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বেকার রেখে নয়। যে সব এলাকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীর অভাব শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে সুযোগ প্রদান করা যাইতে পারে। অন্যথায় সরকার প্রশিক্ষণের জন্য যে ভাতা প্রদান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহা অপচয়ের শামিল হইবে।

৩। যতদিন পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদেরকে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে না ততদিন পর্যন্ত তাহাদেরকে নির্ধারিত মাসিক ভাতা মঞ্জুর করা।

৪। যেহেতু অনেকগুলি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবে লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, সেহেতু শূন্যপদগুলি আংশিক পূরণ না করে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা। তাহাতে একদিকে বেকার সমস্যার সমাধান এবং অন্যদিকে ছাত্রদের সুষ্ঠু লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

৫। নিয়োগ কমিটিতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।

অতএব, উল্লিখিত সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া সহসা একটা সুষ্ঠু সমাধান দানে সারাদেশের অসংখ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার মহিলাদের গভীর অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখানোর জন্য আবেদন রইল।

নূর আকতার বেগম
গ্রাম-আকুবদণ্ডী,
উপজেলা-বোয়ালখালী,
জেলা-চট্টগ্রাম।